কবিতাগুচ্ছ

মাহমুদা রুনু

মিনতি

মনটা বড় বেশী বেসামাল
নিভৃতে নিরজনে ভোগে নিরন্তর এক অস্থিরতায় ।
প্রবাসে স্ব-নিবাসে কথায় লেখায় সম্মানিত গুণীজনেরা
বলছেন লিখছেন আক্ষেপে ভ্রুক্ষেপে
প্রতিবাদে কখনও নীতিবাদে
তাহাদের জন্য ওই তাদের জন্য
যারা মনেপ্রাণে অহিংসবাদী ।
আমি তাদের দলের পেছনে আছি
ওরাই আমার আশার বৃক্ষ, চেতনার মহীরুহ ।
হতাশা, ক্রোধ, আর চরম ঘৃণা
মানুষবেশী ওই জন্তুদের জন্য
যারা অন্ধকারকে সঙ্গী করেছে সহিংসতার হাতিয়ারে ।
বিজ্ঞানের বিস্ময়গুলোর ঋণাত্মক প্রয়োগে
মানুষ কি তবে ফিরে যাচ্ছে আদিম সভ্যতায় ?
ধিক মানুষ! শতাধিক এই জন্তু-মানবে ।
আমি আজ শব্দহারা
লিখতে ভুলে যাচ্ছি কবিতা অথবা গদ্য ।
এ কেমন পৈশাচিকতা ?
রামু উখিয়া পটিয়া আরো নাম না জানা
যে কোনে আমাদের স্বজনের মন পুড়েছে ঘর পুড়েছে
পুড়েছে শতাব্দীর বিশ্বাস
তাহাদের তরে রইলো আমার অন্তরের গহীনের শ্রদ্ধা ।
তোমরা জেগে ওঠো
অহিংসবাদের প্রকাণ্ড বিশ্বাস নিয়ে রুখে দাড়াও
এই ধরণীর সহস্র সুজন রয়েছে তোমাদের জন্য
পরম শ্রদ্ধা আর আশ্বাসের প্রত্যয় নিয়ে ।
মানবধর্ম হাতিয়ার করে জেগে ওঠো মানব
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে রুখে দাড়াও মানব
লাল-সবুজের এই পতাকাকে যারা কালিমালিপ্ত করতে
উদ্যত
চেতনার বহ্নিতে তাদের ভস্ম করো হে মানব
মিনতি আমার মানুষের কাছে - মানুষের জন্য ।

আশা-নন্দিনী

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা
প্রভাতের প্রথম আলোয় ভরসার ভেলা
দুপুরের রোদ্দুরে সূর্যের আলোয় প্রত্যাশার মেলা
সন্ধ্যার গোধূলির ছটায় জীবন্ত প্রেমের খেলা
মুহুর্মুহু আশা-নন্দিনী তুমি আমার সারাবেলা ।
কাটানু বরষ বরষ নিশিদিন, সঙ্গে অযত্ন অবহেলা
একটি ফুলকে বাঁচানোর তরে যুদ্ধের বেলা
শপথ ছিল স্বপথে রাখতে আদর্শ মেলা
তবে কেন আজ দুঃশাসনের দৈন্য খেলা
এসেছে কি আজ জাতী-ধর্ম নির্বিশেষে যুদ্ধের বেলা?

?

আমি অপার হোয়ে বসে আছি -----
এমন ক্ষুদ্র এমন অদক্ষ মানব জীবনের
ফায়দা কী?
যদি নিপীড়িতের পাশে না দাড়াতে পারি
যদি অশিক্ষার-কুশিক্ষার অন্ধকারে একটি
শিক্ষা প্রদীপের সলতে না জ্বলাতে পারি
তবে এমন মানব জনমে
দায়টা কি?

!

সেদিনও মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার শব্দে
সকালের উদ্দীপনার ঘোষণা দিয়েছিল একটি দোয়েল ।
সেই মেয়েটি শরতের কাশবন দিয়ে হেটে
শিউলির নৈবেদ্য সাজিয়েছিল পুজোর থালায়
আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম শব্দে মসজিদে ভোরের
ডাক এসেছিল
প্যাগোডায় ধ্বনিত যীশুর ঐশ্বরিক বানী ।

নিশীথের অন্ধকারে ছিল অনির্বচনীয় ঘৃণ্য পৈশাচিক
বিস্ময় !!!!!
মাতৃ-জঠরে এমন জন্তুর জন্ম হয় যার পরিধানে থাকে
ধর্মের লেবাস !!!!
মায়েরা এখন মাথা ঠোকে মসজিদে, মন্দিরে গির্জায়
ঘৃণায় ঘৃণায় ধিক্কারে ধিক্কারে
চোখে নিন্দিত বিস্ময় !!!!

বাংলাদেশের সমস্ত জননীরা মিলবে বঙ্গোপসাগরের
বিশাল জলধির
বালুকা বেলায় একদিন
খুব সন্নিকটে সেই দিন ।
জন্তু-সন্তানকে সলিলে সমাধিস্থ করবে স্বহস্তে
তুলে নেবে সেই অমোঘ অস্ত্র নিজ হাতে যে হাতে পরম
স্নেহের নহর ।
বিস্ময়ে চেয়ে রবে বিস্মিত ধরণী
বঙ্গ-জননীর আরো এক বিস্ময়
খুব কাছে পলকের অলখে ।

১৭ অক্টোবর ২০১২